দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

২৩-২৪ এপ্রিল ২০২২, শ্রীমা মহিলা সমিতি, নদীয়া।

আমার প্রিয় সাথী ও সহকর্মীরা,

করোনা অতিমারিসহ বহু প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম তার ক্রমবর্দ্ধমান কাজ ও সাংগঠনিক প্রসারের দায়িত্ব যতটা সম্ভব পালন করে চলেছে। সদস্য ও কর্মীদের উৎসাহ, উদ্যোগ এবং অধ্যবসায়ের ফলে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম এখনও পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ১০টি জেলায় বিস্তার লাভ করেছে। মাছ আহরণকারী, মাছচাষী, মাছ বাছাই ও শুকানো কর্মী এবং ক্ষুদ্র মাছ বিক্রেতা নির্বিশেষে সব ধরণের মৎস্যকর্মীরা দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সদস্য। বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সদস্য সংখ্যা ১৫ হাজার ছাড়িয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন উপক্ষেত্র ও স্তরে শাখা সংগঠনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মৎস্য ভেন্ডর ও মহিলা মৎস্যকর্মী শাখা সংগঠিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এছাড়া মহিলা জাল শ্রমিক, ব্যাঘ্র বিধবা ও সমুদ্র বিধবাদের নিজস্ব সংগঠন তৈরী করার পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। ডি.এম.এফ উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করার জন্য উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও সহায়তা করেছে। পাশাপাশি সামুদ্রিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় মৎস্যক্ষেত্র নিয়ে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চ NPSSFWগঠনে ডি.এম.এফ সক্রিয় সহযোগিতা করেছে। NPSSFW-এর মাধ্যমে একদিকে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অবস্থান থেকে জাতীয় মৎস্যক্ষেত্র নীতি ও আইন প্রণয়নে কার্যকরী হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয়েছে। আরেকদিকে সারা দেশের মৎস্যজীবীদের সংগ্রামের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে।

২০২২ সালে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের ৩০তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এমন এক সময়ে যখন –

১। করোনার প্রকোপ নেই বললেই চলে। কিন্তু বিগত দুই বছরে করোনার কারণে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা ও আর্থিক অবস্থা একেবারে সঙ্গিন। তার উপর একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নদী সমুদ্র জলাশয়ের উপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবীদের অবস্থা ভীষণ খারাপ।

২। একের পর এক জনমোহিনী প্রকল্প ঘোষনা করা হচ্ছে কিন্তু মৎস্যজীবী সহ শ্রমজীবী মানুষের জীবিকাগত অধিকারগুলিকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে মৎস্যজীবীদের সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প বা দুর্ঘটনা বিমার মতো কার্যক্রম বন্ধ হয়ে রয়েছে। আবাসন, জীবন বিমা, মাছ ধরা নৌকা ও মাছ চাষের বিমার মতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সরকারের কোন আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে না। এর উপর দূর্নীতি ও স্বজনপোষন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সহ ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে।

৩। মৎস্যক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সমুদ্রে ও অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক ও অতিরিক্ত মৎস্য শিকার অব্যাহত। অব্যাহত নিবিড় চিংড়ি চাষের মতো ক্ষতিকর ও বে-আইনি কাজের বাড়বাড়ন্ত। জলদূষণ, জলের দখলদারি ও ধ্বংসাত্মক ব্যবহার ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে। তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি মাছ ধরা, মাছ চাষ, মাছ বিক্রি সহ মৎস্যক্ষেত্রের প্রতিটি উপক্ষেত্রকে বিপন্ন করে তুলেছে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ভর্তুকি দিয়ে জ্বালানি তেল সরবরাহ করার কোন সরকারি উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

৪। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ভারতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

৫। সারা পৃথিবীর জল-জঙ্গল-জমির উপর দেশি-বিদেশি পুঁজির ও তাদের বিশ্বস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের দখলদারি ও এইসব প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল গরীব মানুষের তথা কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, পশুপালক ও বনবাসীদের জীবন-জীবিকার সংকট বেড়ে চলেছে। তবে কৃষি বিষয়ক তিনিটি কালা কানুন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রত্যাহারে ভারতের জল জমিন জঙ্গলে পুঁজি ও সরকারী নীতির যৌথ ষড়যন্ত্র ও আক্রমণে নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষ কিছুটা মানসিক শক্তি লাভ করেছে।

৬। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ রাজনৈতিক দল ও মত নির্বিশেষে কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, পশুপালক ও বনবাসী সহ সব শ্রমজীবী মানুষের নিজ নিজ গোষ্ঠী সংগঠনকে শক্তিশালী করা ও জোরদার যৌথ সংগ্রাম গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে করে শ্রমজীবী মানুষের অধিকারগুলি অর্জন ও রক্ষা করা যায় এবং তাদের গোষ্ঠীগত স্বশক্তিকরণ হয়। কোন রাজনৈতিক দলের স্বার্থে নয়, নিজেদের জীবন-জীবিকার সুরক্ষার স্বার্থে সক্রিয় ও সংগঠিত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

এই সাধারণ অবস্থা সহ **মৎস্যক্ষেত্রের কয়েকটি পরিপ্রেক্ষিত** উল্লেখ্য –

১। পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদগুলির মধ্যে জলসম্পদ আজ সবথেকে বিপন্ন। দূষণ ও দখলদারির ফলে সমুদ্র, নদী, হ্রদ, জলাভূমি বা পুকুরে মাছ কমছে। সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মৎস্যজীবীরা, আর মৎস্যজীবীদের মধ্যে আবার সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা।

২। সমুদ্র, নদী, হ্রদ, জলাধার, জলাভূমি, পুকুর সহ জলাশয়গুলির উপর মৎস্যজীবীদের কোন আইনি অধিকার নেই। নেই জলাশয়ে ভোগদখল সত্ত্বের নিরাপত্তা। তাই একদিকে মৎস্যজীবীদের সাথে কোন আলোচনা ছাড়াই জাতীয় জলনীতি তৈরী হয়, আরেকদিকে জলাশয়গুলি চলে যায় অমৎস্যজীবী বিনিয়োগকারীদের হাতে।

৩। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সিংহভাগ লুঠ করে নিচ্ছে যান্ত্রিক মৎস্য শিকারীরা, মাছ ধরার ট্রলার ও অন্যান্য বড় বড় নৌকাগুলি। আর এই লুঠের বেশিরভাগটা আসছে উপকূল নিকটবর্তী সমুদ্র এলাকা থেকে, যেখান থেকে ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীরা মাছ ধরে থাকেন। ফলে সাধারণভাবে সারা উপকূল জুড়েই ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীরা মাছ পাচ্ছেন না। মুহুর্মুহু প্রাকৃতিক দুর্যোগ হেতু জেলেরা মাছ ধরতে যেতে পারছে না এবং মাছ শুকোতে পারছে না।

৪। অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রেও চলছে ভয়াবহ পরিস্থিতি। নদী, হ্রদ ইত্যাদি প্রাকৃতিক জলাশয়ে দূষণ ও নানা দখলদারির কারণে মৎস্যসম্পদ সাংঘাতিকভাবে কমে গেছে। ওদিকে পুকুর চাষে চলছে বিনিয়োগকারীদের রমরমা। গরীব ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীর বেঁচে থাকার জন্য মাছ চাষ থেকে বিনিয়োগকারীর ব্যবসাভিত্তিক মাছ চাষে এই পরিবর্তন সবথেকে ক্ষতি করছে গরীব মৎস্যচাষীর। এমনকি সরকারি মালিকানাধীন জলাশয়ের লিজও গরীব ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীর নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। নেই পুকুর লিজের নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তা, নেই বিনিয়োগের সামর্থ্য। তাই গরীব ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী আজ পুকুর লিজের মালিকানা থেকে উৎখাত হয়ে পরিণত হচ্ছে মাছ চাষের ঠিকা শ্রমিকে।

৫। মৎস্যক্ষেত্রের আর্থিক পরিকল্পনা সংকটগ্রস্ত। দীর্ঘদিন ধরে মৎস্যজীবীদের সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প বা দুর্ঘটনা বিমার মতো কার্যক্রম বন্ধ হয়ে রয়েছে। আবাসন, জীবন বিমা, মাছ ধরা নৌকা ও মাছ চাষের বিমার মতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সরকারের কোন আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে না। এর উপর দূর্নীতি ও স্বজনপোষন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সহ ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে।

৬। মৎস্যক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সমুদ্রে ও অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক ও অতিরিক্ত মৎস্য শিকার অব্যাহত। অব্যাহত নিবিড় চিংড়ি চাষের মতো ক্ষতিকর ও বে-আইনি কাজের বাড়বাড়ন্ত। জলদূষণ, জলের দখলদারি ও ধ্বংসাত্মক ব্যবহার ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে। তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি মাছ ধরা, মাছ চাষ, মাছ বিক্রি সহ মৎস্যক্ষেত্রের প্রতিটি উপক্ষেত্রকে বিপন্ন করে তুলেছে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ভর্তুকি দিয়ে জ্বালানি তেল সরবরাহ করার কোন সরকারি উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে মৎস্য দপ্তরে ব্লক স্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত আধিকারিকদের নিদারুণ সংখ্যাল্পতা মৎস্যজীবীদের সাংঘাতিক অসুবিধায় ফেলছে।

৭। পশ্চিমবঙ্গে দেশের মধ্যে অন্যতম বেশি সংখ্যক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি আছে। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি হয় নিষ্ক্রিয়, নয় কায়েমী স্বার্থের কুক্ষিগত হয়ে দূর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে। সাধারণ মৎস্যজীবীরা এগুলিকে তাদের জীবিকার পক্ষে কার্যকরী সংগঠন বলে মনে করেন না। তার উপর সমবায় সমিতিগুলির নির্বাচন হচ্ছে না। ফলতঃ তারা কাজ করার আইনি অধিকার হারিয়েছে।

৮। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ইকনমিক করিডোর, সাগরমালা প্রকল্প, উপকূলের সমান্তরাল বাণিজ্যিক জাহাজ চলার পথ, নদীগুলি দিয়ে জাতীয় জলপথ, নদীগুলির সংযুক্তি, নদীর বাস্তুতন্ত্র ও প্রবাহ নষ্ট করে শিল্প, কৃষি ও পৌর প্রয়োজনে অকাতরে জল তুলে নেওয়া আর বিনিময়ে নদী ও জলাশয়গুলিতে দূষিত জল ও বর্জ্য ফেলা, নদীতে একের পর এক ডুবে যাওয়া জাহাজগুলির ফ্লাই অ্যাস ও ইঞ্জিনের জ্বালানি জলে মেশা ত্বরান্বিত করছে জল, জলাশয়, জলাভূমির ধ্বংস।

মৎস্যজীবীরা তাদের বংশ পরম্পরার পেশা থেকে উৎখাত হয়ে জীবিকার জন্য উদ্বাস্তুর মতো হন্যে হয়ে ঘুরছেন অন্য পেশার সন্ধানে।

৯। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরাই হচ্ছেন ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক জলসম্পদের সবথেকে বড় সংখ্যক প্রাথমিক অবিনাশকারি দায়ভাগী ও স্বাভাবিক রক্ষক। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ১৯৯৫ সালে প্রণীত "দায়িত্বশীল মৎস্যক্ষেত্রের আচরণবিধি" ও ২০১৩ সালে প্রণীত "ক্ষুদ্র মৎস্যক্ষেত্রের স্বেচ্ছামূলক নীতি নির্দেশিকা"-য় ক্ষুদ্র মৎস্যক্ষেত্রের গুরুত্ব এবং তার সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় নীতি নির্দেশ করেছে। ভারত সরকার আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই নীতি সমর্থন করলেও জাতীয় ক্ষেত্রে তার সুষম ও যথাযথ প্রয়োগে যথেষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছে না। জল, জলাশয়, মৎস্য সম্পদের উপর মৎস্যজীবীদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের কোন স্বীকৃতি নেই। উচ্ছেদের আশঙ্কা তাদের সর্বক্ষণ তাড়া করছে।

১০। সরকারের কাছে বার বার দাবি জানানো সত্ত্বেও সমুদ্রে রাজ্যের জলসীমার বাইরে ও রাজ্যের জলসীমায় মৎস্য শিকার, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষা করার ও সেই সম্পদে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নেই।

১১। মৎস্যক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বাজেট বরাদ্দ এ বিষয়ে চরম অপদার্থতার পরিচয় দিচ্ছে। মহিলা মৎস্যকর্মীরা সংখ্যায় মৎস্যক্ষেত্রে নিযুক্ত মোট কর্মীর প্রায় ৫০ শতাংশ হলেও তাদের সহায়তার জন্য সরকারের কোন উপযুক্ত নীতি বা বরাদ্দ নেই।

১২। ২০০৭ সালে বিশ্ব শ্রম সংস্থা "মৎস্যক্ষেত্রে কাজের সনদ ১৮৮" প্রণয়ন করলেও এবং ভারত সরকার এর অন্যতম স্বাক্ষরকারী হওয়া স্বত্বেও আজ পর্যন্ত সনদটিকে মান্যতা দিয়ে কোন সামগ্রিক আইন প্রণয়ন করেন নি। এর ফলে মৎস্যকর্মীরা, বিশেষ করে বড় যন্ত্রচালিত মাছ ধরার নৌকায় কর্মরত মৎস্যজীবীরা জীবন-জীবিকার সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

১৩। কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দের অধিকাংশই চলে যায় মৎস্য গবেষনা, অ্যাকোয়া কালচার অথরিটি ও এন এফ ডি বি তে। অবশিষ্টাংশের অধিকাংশই নিয়োজিত হয় সামুদ্রিক ক্ষেত্রে মেকানাইজড সেক্টরের এবং অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের জন্য। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য নয়। ডি এম এফ তাই প্রথম থেকে বাজেটে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকারের দাবি জানিয়ে আসছে।

১৪। এই অবস্থার মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ই ই জেড-এর জন্য মেরিন ফিশারিজ বিল পার্লামেন্টে পাশ করানোর চেষ্টা করেছে। এই বিলটি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বৃহৎ যান্ত্রিক মৎস্য শিকারের সম্পূর্ণ স্বার্থ রক্ষা করে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চ এর তীব্র প্রতিবাদ করেছে এবং সকল পার্লামেন্ট সদস্য ও সমুদ্র তীরবর্তী রাজ্য সরকারগুলির কাছে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান রেখেছে। বিগত তিনটি পার্লামেন্ট অধিবেশনে সরকার বিলটি পাশ করাতে পারেনি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম বিগত এক বছরে যে মূল কাজগুলি করেছে –

১। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জলের অধিকারের দাবি প্রধান দাবি হিসেবে তুলে ধরাঃ জল ও জলাশয়ের উপর মৎস্যজীবীদের সাধারন অধিকারহীনতা সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ নির্বিশেষে সমগ্র মৎস্যজীবীদের মধ্যে **'**জাল যার জল তার**'** এই স্লোগান তুলে জলের পাট্টা বা অধিকারের দাবিতে লড়াই চালিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম এই দাবিকে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চের মাধ্যমে সারা দেশের মৎস্যজীবীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে ভারতব্যাপী যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করছে।

ফলাফল – এই দাবিটি সারা দেশের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী আন্দোলনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি হয়ে উঠছে।

২। আবহাওয়ার সংকট ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় তৎপরতাঃ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চ NPSSFW ইতিমধ্যে এই বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম সরকারের কাছে আবহাওয়া সহনশীল বাসস্থান ও মৎস্যজীবিকা উপলব্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। এই সংকট এত ব্যাপক ও গভীর যে বিশেষজ্ঞ, আবহাওয়া কর্মী, সরকার ও মৎস্যজীবী সহ সব শ্রমজীবী মানুষের যৌথ প্রচেষ্টা অপরিহার্য্য। মৎস্যজীবীদের এই বিষয়ে সচেতন করে তোলা এবং আবহাওয়ার সংকট মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ফোরামের অন্যতম অগ্রাধিকার।

৩। মহিলা মৎস্যকর্মী সংগঠনঃ মহিলা মৎস্যকর্মীরা মৎস্যকর্মীদের অন্তত অর্দ্ধেক। সামুদ্রিক ক্ষেত্রে তারাই অধিকাংশ। মহিলা মৎস্যকর্মীরা মৎস্যকর্মীদের মধ্যে আবার অপেক্ষাকৃত অবহেলিত এবং প্রায়ই তাদের পুরুষ মৎস্যকর্মীদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগীতায় পড়তে হয়। তাদের স্বশক্তিকরণের জন্য, ডি.এম.এফ কর্তৃক গড়ে তোলা মহিলা শাখা সাংগঠনিক দুর্বলতা সত্ত্বেও জাতীয় স্তরে পরিচিতি পেয়েছে। মহিলা জাল শ্রমিক, শুকুনি-বাছুনি, মহিলা জেলে, সমুদ্র ও ব্যাঘ্র বিধবাদের যোগদানের বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। রাজ্য স্তরে সাংগঠনিক উদ্যোগের ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার জন্য নতুন উঠে আসা শক্তির সাহায্যে ডি.এম.এফ-এর মহিলা শাখাকে অবিলম্বে পুনর্গঠন করতে হবে।

ফলাফল – জাতীয় স্তরে মহিলা মৎস্যকর্মীদের মঞ্চ গড়ে তোলা ও জাতীয় স্তরে মহিলা মৎস্যকর্মীদের সমস্যা ও দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনায় ফোরামের মহিলা শাখার অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

.৪। সুন্দরবনে মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার রক্ষার লড়াইঃ- সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের উপর বনদপ্তরের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম লাগাতার প্রতিবাদ জানিয়েছে। ভাগবতপুর রেঞ্জ ও চন্দনপিড়ি বিট অফিসে গণ ডেপুটেশন হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম এবং সুন্দরবন মৎস্যজীবী যৌথ সংগ্রাম কমিটি ক্যানিং-এ সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের ফিল্ড ডাইরেক্টরের অফিসে প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশন দিয়েছে।

ফলাফল – মৎস্যজীবীদের উপর বনদপ্তরের অন্যায় অত্যাচারের মাত্রা কিছুটা কমেছে। কিন্তু মৎস্যজীবীদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মাত্রা কম হলেই অত্যাচারের মাত্রা বাড়ে। এই বিষয়ে নীতি ও আইনগত সুরাহার প্রয়োজন রয়েছে।

৫। ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের গোষ্ঠীগত জমি ব্যবহারের অধিকারঃ ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এক যৌথ কাজ। মৎস্য আহরণ, মাছ বাছাই ও শুকানো এবং মাছ বিক্রি করায় ব্যাপৃত মৎস্যজীবীরা একযোগে এই কাজে নিযুক্ত হয়। জাল ও নৌকো সারাইয়ের কাজও এর সাথে যুক্ত হয়। উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় এই যৌথ কাজের জন্য গড়ে উঠেছে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র। চিরাচরিত ও প্রথাগতভাবে উপকূলের ভূমি ব্যবহার করলেও মৎস্যজীবীদের এইসব জমির কোন আইনি স্বত্ত্ব নেই। এই কারণে তারা প্রতিনিয়ত উচ্ছেদের আশঙ্কায় থাকেন। সরকারের পক্ষ থেকেও মাঝে মাঝেই মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া, তাদের জমিতে নানাধরণের কাজ করার প্রচেষ্টা হয়। তাই মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের জমি ব্যবহারের গোষ্ঠীগত আইনি স্বত্ত্ব মৎস্যজীবীদের বহুদিনের দাবি। সরকার এই দাবি নীতিগতভাবে স্বীকার করলেও এখনও পর্যন্ত এটি বাস্তবায়িত করেনি। গত ০৭/১০/২০২১ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পরিষদে মৎস্য কর্মাধ্যক্ষের উদ্যোগে খোটির জমির ব্যবহারিক স্বত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

ফলাফল – মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সাথে যুক্ত মৎস্যজীবীদের মধ্যে ভূমি ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং সরকারী স্তরে বিষয়টির গুরুত্ব বাড়ছে। আগামী দিনে এই বিষয়ে তীব্রতর আন্দোলন গড়া প্রয়োজন।

৬। মৎস্যজীবী পরিচয়পত্রঃ লাগাতার চাপ সৃষ্টির ফলে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে QR Code যুক্ত আধার কার্ড এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলায় সরকারি পরিচয়পত্র কিছু পরিমাণে চালু হয়েছে। তবে এ বিষয়ে বহু অসংগতি আছে।

৭। দুর্ঘটনা বিমাঃ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যজীবী দুর্ঘটনা বিমা ২০১৭ সাল থেকে বন্ধ হয়ে আছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার PMMSY প্রকল্পের অধীনে মৎস্যজীবী দুর্ঘটনা বিমা রাশি ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছেন। ফোরামের লাগাতার প্রতিবাদের ফলে বঙ্গ মৎস্য যোজনার অধীনে এই বিমা চালু হতে চলেছে।

৮। মাছ ধরা বন্ধ বা কম হওয়ার মরশুমে জীবিকা সহায়তার দাবিঃ ২০১৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প বন্ধ। লাগাতার প্রতিবাদের ফলে বঙ্গ মৎস্য যোজনার অধীনে এই প্রকল্প চালু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ফোরাম মাছ ধরা বন্ধ বা কম হওয়ার মরশুমে সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রে প্রতিটি মৎস্যজীবীকে মাসিক ৫,০০০/- টাকা জীবিকা সহায়তা দেবার দাবি জানিয়েছে।

৯। ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের আন্দোলনঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্যভেন্ডর ইউনিয়নের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের আন্দোলন অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে। বিশেষ করে তোলাবাজ-চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে সংগঠনের সাফল্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। রাজ্যের আরো কিছু জেলায় মৎস্যভেন্ডরদের সংগঠিত করার কাজ চলেছে। বিশেষ করে মেদিনীপুর শহরের মৎস্যভেন্ডরদের সংগঠিত করার কাজ চলছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গেও মৎস্য ভেন্ডরদের সংগঠিত করার কাজ শুরু হয়েছে।

ফলাফল – মৎস্যভেন্ডরদের এক স্বতন্ত্র মৎস্যজীবী গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি। সারা রাজ্যে ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের সংগঠিত করার ও তার মাধ্যমে মৎস্যভেন্ডরদের লড়াই ও ডি.এম.এফ-এর বহুল শক্তিবৃদ্ধির করার সম্ভাবনা।

১০। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি সম্পর্কিত কাজঃ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি সাধারণভাবে এবং সামুদ্রিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি বিশেষভাবে নানা নীতিগত ও ব্যবহারিক সমস্যায় ভুগছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি সাধারণ মৎস্যজীবীদের হঠিয়ে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দ্বারা বেদখল হয়ে গেছে। ফলত: ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থিক ও সামাজিক শক্তিবৃদ্ধির সংগঠন হিসেবে এগুলি যথেষ্ট কাজ করতে পারছে না। জলাশয়ের অধিকার না থাকায় সমবায়গুলিতে সাধারণ মৎস্যজীবীদের কোন জোর খাটে না। এর উপর যোগ হয়েছে ব্যাপক দূর্নীতি যাতে কিছু সরকারি পদাধিকারীর মদতে অসাধু দালালরা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের নামে আসা সরকারি অনুদানের সিংহভাগ আত্মসাৎ করছে। এই পরিস্থিতিতে, সমবায়ের সমস্যা ও দূর্নীতি নিয়ে চর্চা ও আন্দোলন চালানোর সাথে সাথে কয়েকটি সমবায় সমিতিকে আদর্শ হিসেবে তৈরী করে সাধারন মৎস্যজীবীদের উদ্যোগের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে সহায়তা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এবং নতুন সমবায় গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দূর্নীতির বিষয়ে একাধিক আর.টি.আই আবেদন করা হয়েছে। এই সুবাদে পাওয়া কয়েকটি উত্তরের ভিত্তিতে দূর্নীতির প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। আইনানুগ ব্যবস্থা হিসেবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা হয়েছে।

ফলাফল – জলাশয়, মৎস্য সম্পদ ও জীবিকার উপর মৎস্যজীবীদের অধিকার সুরক্ষায় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলিকে সাধারণ মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক সশক্তিকরণের সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজন ও লড়াই শুরু হয়েছে। নিষ্ক্রিয়তা ও সরকারি অনুদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতার সাথে বিচ্ছেদ ঘোষনা করে যাত্রা শুরু হয়েছে। দুর্নীতিবাজ দালাল ও সরকারি আধিকারিকরা এটা বুঝতে পারছেন যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছে এবং অচিরেই তাদের মুখোশ খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগের মতো মৌরুসীপাট্টা চালানো যাবে না।

১১। নদী বাঁচাও-মাছ বাঁচাও-মৎস্যজীবী বাঁচাও অভিযানঃ অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রে অন্যতম ভয়ঙ্কর সমস্যা নদীগুলির সংকট। দূষণ, জলের অভাব ও নদী খাতের দখলদারি এর মূল কারণ। নদী নির্ভর মৎস্যজীবীদের জীবিকা রক্ষার্থে বিভিন্ন নদী বাঁচানোর জন্য আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই আন্দোলনে নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে পরিবেশ সংগঠন মৎস্যজীবীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ও যথাযথ উদ্যোগের অভাব দেখা যাচ্ছে। জলাশয়ের উপর মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সাথে নদী বাঁচাও আন্দোলনকে যুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। ডি.এম.এফ-কে দক্ষ ও সচেতন লোকেদের সহায়তায় নদী ও জলাশয় পুনরুজ্জীবনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

ফলাফল – বিদ্যাধরী, মাথাভাঙ্গা–চুর্নি, ইছামতি, বুড়িগঙ্গা, ভান্ডারদহ বিল ও রানীনগর-জলঙ্গীর পদ্মা নদীকে বাঁচানোর জন্য জনসচেতনতা ও জনসমর্থন বাড়ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বুড়িগঙ্গা সংস্কারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ডি.এম.এফ-এর উদ্যোগে মাথাভাঙ্গা–চুর্নি বাঁচাও আন্দোলনের হস্তক্ষেপে পরিবেশ আদালতের মামলায় দূষণ মুক্তির জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। মৎস্যজীবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে।

১২। ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকারের বিরোধিতাঃ অভ্যন্তরীণক্ষেত্রে মশারি জাল, বিস্ফোরক, ইলেক্ট্রিক শক বা বিষ প্রয়োগ করে মাছ ধরার বিরুদ্ধে ডি এম এফ নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে, যার ফলে বিভিন্ন স্থানে এই ক্ষতিকর কাজ কিছু কমেছে। এ লড়াই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে এবং জনচেতনা ও সরকারি তৎপরতা বাড়ানোর জন্য কাজ করতে হবে।

১৩। মৃত/নিহত মৎস্যজীবীদের স্ত্রীদের সংগঠিত করার উদ্যোগঃ মৃত/নিহত মৎস্যজীবীদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সাথে সাথে ডি এম এফ তাদের বিধবা স্ত্রীদের সংগঠিত করার প্রয়াস নিয়েছে যাতে তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে।

ক) ব্যাঘ্র বিধবা সংক্রান্ত উদ্যোগঃ বাঘ-কুমিরের আক্রমনে মৎস্যজীবীদের মৃত্যু সুন্দরবনে নিয়মিত ঘটনা। কিন্তু সুন্দরবনে কত ব্যাঘ্রবিধবা আছেন এবং তারা কী অবস্থায় আছেন তা জানার জন্য ফোরামের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্যাঘ্রবিধবারা যাতে সরকারী সহায়তা ও জনতা বীমার টাকা পায় সেব্যাপারে ফোরামের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হচ্ছে। ব্যাঘ্র বিধবাদের জীবিকা সহায়তার কিছু উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে ব্যাঘ্রবিধবাদের সশক্তিকরণের জন্য ফোরাম চেষ্টায় তাদের সংগঠন গড়ে উঠেছে। ব্যাঘ্র বিধবা সহায়তা কেন্দ্র গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারা যাতে ক্ষতিপূরণ পায় সেব্যাপারে ফোরাম হাইকোর্টে মামলা করেছে।

ফলাফল – বেশ কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া গেছে। মামলার ফলে সরকারের অভ্যন্তরে সক্রিয়তার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

খ) মৎস্যজীবী সমুদ্র বিধবা সংক্রান্ত উদ্যোগঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রতি বছরই সমুদ্রে বহু মৎস্যজীবী মারা যান বা নিখোঁজ হন। তাদের বিধবারা নিদারুণ আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করেন। তারা যাতে তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারেন তার জন্য তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ কাকদ্বীপে শুরু হয়েছে।

ফলাফল – সমুদ্র বিধবাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতে সমুদ্র বিধবাদের ঐক্যবদ্ধ করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

১৪। হুগলী নদীতে জাহাজ কর্তৃক ক্ষয়ক্ষতিঃ হুগলী নদীতে একের পর এক ফ্লাই অ্যাশ বোঝাই জাহাজ ডুবির ফলে নদীর জলে দূষণ বেড়েছে। সেইসঙ্গে জাহাজ ডুবির স্থানগুলোতে জেলেরা জাল ফেলতে পারছে না। এজন্য ফোরাম জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করেছে। হুগলী নদীতে জাহাজ ডুবি একমাত্র সমস্যা নয়, জাহাজগুলোর ন্যাভিগেশন রুট ছেড়ে জেলেদের জালের উপর চেপে পড়াটা নিত্য ঘটনা। এই সকল বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ফোরাম বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চিঠি দিয়েছে। এবং গত ১৩/০৮/২০২১ তারিখে হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সের ডেপুটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনায় বসেছে। উল্লেখ্য যে, গত ৩০/০৩/২০২২ তারিখে ঘোড়ামার উত্তরে হুগলী নদীতে একজন জেলের জাল বাংলাদেশগামী একটি জাহাজ নষ্ট করার ফোরামের নেতৃতে জাহাজটিকে ঘিরে রেখে ক্ষতিপূরণের দাবীতে প্রতিবাদ সংগঠিত করা হয়েছে। এবং শেষপর্যন্ত জাহাজ কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়েছেন।

ফলাফল – মামলার তাৎক্ষনিক ফল হিসেবে জাহাজ ডুবির ঘটনা কমেছে। অন্যদিকে জাহাজকে ঘিরে রেখে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ঘটনায় হুগলী নদীর মৎস্যজীবীদের মনোবল বেড়েছে। আগামী দিনে সাগর থেকে গদাখালি পর্যন্ত হুগলীর উভয় পারে ফোরামের বহু স্থানীয় ইউনিট গড়ে তোলার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের উপর ধারাবাহিকভাবে চাপ বজায় রাখা প্রয়োজন।

১৫। আর.টি.আইঃ ডি.এম.এফ ব্যাপকভাবে আর.টি.আই আবেদন ব্যবহার করেছে এবং এর মাধ্যমে মৎস্যক্ষেত্র ও মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার সুরক্ষার জন্য প্রচুর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে। এর ফলে সংগঠনের প্রভূত লাভ হয়েছে। আগামীদিনে আর.টি.আই আবেদন ব্যবহারে আমাদের বিভিন্ন জেলা ও ব্লক সংগঠনকে অনেক তৎপর হতে হবে।

১৬। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যবহারঃ

ক। ওয়েবসাইট, ফেসবুক ও ই-মেইলঃ এন পি এস এস এফ ডব্লিউ ভুক্ত অন্যান্য সহযোগী সংগঠনগুলি সহ ডি এম এফ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য উৎসর্গীকৃত ওয়েবসাইট www.smallscalefishworkers.org –এর মাধ্যমে তার মূল কার্য্যক্রম ও নীতিগত অবস্থান তুলে ধরে। **ফেসবুক**-এর মাধ্যমেও ফোরামের ও মৎস্যক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশিত হয়। এছাড়া ফোরামের ই-মেল dmfiwestbengal@gmail.com –এর মাধ্যমে নিয়মিত ৫০০-র উপর সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীর কাছে খবরাখবর পৌঁছে দেওয়া হয়। এই বিষয়গুলিতে আরও উন্নতির প্রয়োজন আছে।

খ। হোয়াটসআপঃ ডি এম এফ-এর হোয়াটসআপ গ্রুপে নিয়মিত সংগঠনের কার্যকলাপের তাৎক্ষণিক খবর দেওয়া চলেছে। এই বিষয়েও সদস্যদের প্রশিক্ষণের অবকাশ আছে।

গ। ওয়েবিনারঃ করোনা পরিস্থিতিতে শারীরিক সভা অসম্ভব হয়ে ওঠায় ফোরাম ওয়েবিনারের মাধ্যমে বহু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা সংগঠিত করেছে। এই নূতন পদ্ধতি তার সীমাবদ্ধতা সহই আমাদের সামনে এক নূতন সুযোগ নিয়ে এসেছে। ফোরামকে এর যথাসাধ্য ব্যবহার করতে হবে।

ঘ। বৈদ্যুতিন সাক্ষাতকারঃ পূর্ব মেদিনীপুরের সংগঠন বিভিন্ন বিষয়ে মৎস্যজীবী ও নেতা/বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাতকার বৈদ্যতিন মাধ্যমে রেকর্ড করার ও সম্প্রচারের এক কার্যক্রম নিয়েছে। এটি মৎস্যজীবী আন্দোলন ও সংগঠনে এক নয়া সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

১৭। ফোরামের আইনি পদক্ষেপঃ সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে, মৎস্য দপ্তরের ঋণ সংক্রান্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও ব্যাঘ্রবিধবাদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ফোরাম মামলা করেছে।

ফলাফল – ফোরামের মামলার ফলে সুন্দরবনে আমলামেথি রিসর্ট ভাঙ্গা হচ্ছে। দুর্নীতি ও ব্যাঘ্রবিধবাদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত দুই মামলায় প্রশাসনের অন্দরে ব্যপক চর্চা শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে ফোরামের বিরুদ্ধে ক্ষোভের পাশাপাশি সম্ভ্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে।

১৮। সরকারী প্রকল্প মৎস্যজীবীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে ফোরামের উদ্যোগঃ ফোরাম মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র, কিউ আর কোড যুক্ত আধার কার্ড তৈরি, কে সি সি বা এম জে সি সি-এর জন্য আবেদন, বঙ্গ মৎস্য যোজনা, পুরুষদের এস.এইচ.জি তৈরি, নৌকা রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফোরামের উদ্যোগে সামুদ্রিক ফিশিং বোট রেজিস্ট্রেশনের কাজ চলছে। ফোরাম বিভিন্ন সময়ে অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রের নৌকাগুলো রেজিস্ট্রেশনের জন্য চিঠি দিয়েছে। ফলস্বরূপ ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ এক্টের আওতায় অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রের নৌকাগুলো রেজিস্ট্রেশনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এইসব বিষয়ে ফোরামের রাজ্য নেতৃত্ব সহ প্রতিটি ইউনিটের যথেষ্ট সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

১৯। ইউনিয়নের সদস্যপদ ও কার্ড – ফোরামের মেম্বারদের জন্য আইডেন্টিটি কার্ড তৈরির কাজ চলছে। এই কাজে বেশ কিছু অসংগতি ও গাফিলতি দেখা গেছে। সমস্যাগুলির কিছুটা সমাধান হলেও এই বিষয়ে আরো মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ রয়েছে।

২০। ত্রাণ সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপঃ ইয়াস সাইক্লোনের প্রাক্কালে ফোরাম ভলেন্টিয়ারস টিম তৈরি করেছে এবং মৎস্যদপ্তরের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কাজ করেছে। ইয়াসের পর দিশা সহ বহু সংস্থা ও ব্যক্তির সহায়তায় ফোরাম বিপন্ন মৎস্যজীবীদের ত্রাণ দিয়েছে।

২১।। সীমান্ত সমস্যাঃ মুর্শিদাবাদে সীমান্তবর্তী মৎস্যজীবীদের সমস্যা নিয়ে ফোরাম ও বি.এস.এফ-এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে চিঠির আদানপ্রদান ও আলাপআলোচনা চলেছে। এর ফলে মৎস্যজীবীদের কিছু সুরাহা হয়েছে। এই বিষয়ে সরকার এবং বি এস এফ-এর তরফে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নের অবকাশ রয়েছে।

২২। খটি কর্মচারীঃ ফোরাম খটি কর্মচারীদের ন্যায্য সম্মান ও সাম্মানিকের জন্য লাগাতার লড়াই করেছে। খটি কর্মচারীদের সংগঠনকে দৃঢ় সংগ্রামের পথে এগোতে হবে। ফোরাম এতে সর্বোতভাবে সমর্থন দেবে।

২৩। সাংগঠনিক দিগনির্দেশঃ কয়েকটি গুরুতর সাংগঠনিক সমস্যার যথাযথ মোকাবিলার প্রয়োজনে ডি এম এফ নেতৃত্ব ১৯.০৩.২০২২ তারিখে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সার্কুলার জারি করে।

নেটওয়ার্কিং –

১। এন.এফ.এফ – আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছি যে বিগত কয়েক বছরে এন.এফ.এফ-এর প্রভূত শক্তিহানি ঘটেছে। **ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের দাবি-দাওয়া এবং সংগঠনের জায়গায় মেকানাইজড সেক্টরের প্রভাব বেশি করে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।** এর ফলে এন.এফ.এফ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকারের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ও দাবি থেকে সরে এসেছে। ডি.এম.এফ-এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং কয়েক বছর ধরেএন.এফ.এফ-কে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে আসছে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে এন.এফ.এফ নেতৃত্ব ডি.এম.এফ-এর দাবি বা চিঠির উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করেন না।

২। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চ (NPSSFW): ডি.এম.এফ-এর উদ্যোগে প্রায় ২০টি রাজ্যের প্রতিনিধি নিয়ে এই মঞ্চ গড়ে উঠেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের লড়াই সংগ্রামের পতাকা বহন করে ফাদার টমাস কোচারি, হরেকৃষ্ণ দেবনাথ ও মাথানি সালধানার মতো নেতাদের নির্দেশিত পথে জাতীয় স্তরে ও বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সংগঠন শক্তিশালী করে সরকারের কাছে দাবি-দাওয়াগুলি তুলে ধরা এই মঞ্চের প্রধান চ্যালেঞ্জ। আগামীদিনে ডি.এম.এফ-কে জাতীয় ক্ষেত্রে ও অন্যান্য রাজ্যে **ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চের নেতৃত্বে মৎস্যজীবী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার অধিকতর প্রয়াস নিতে হবে।**

৩। এন.এ.পি.এম নেটওয়ার্ক – বিগত ২০১৫ সাল থেকে ডি.এম.এফ এন.এ.পি.এম-এর সাথে যুক্ত হয়। এন.এ.পি.এম রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন মৎস্যজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। ডি.এম.এফ-এর সভাপতি শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী বর্তমানে এন.এ.পি.এম-এর একজন জাতীয় আহ্বায়ক।

৪। আইক্যান নেটওয়ার্ক – বিগত ২০১৫ সালে কর্নাটকের ধারওয়ারে ডি.এম.এফ এই নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়। মৎস্যজীবী আন্দোলন শক্তিশালী করতে আইক্যান একটি মৎস্যজীবী গোষ্ঠী তৈরী করেছে এবং মৎস্যজীবীদের অধিকার আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে কাজ করছে। ডি.এম.এফ-এর সভাপতি শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী বর্তমানে এই নেটওয়ার্কের ফিশারি-ফরেস্ট-ফার্মার এই তিন গ্রুপের যৌথ আহ্বায়ক। ডি.এম.এফ-এর সাধারণ সম্পাদক বর্তমানে আইক্যান-এর মৎস্যজীবী গ্রুপের আহ্বায়ক। ডি এম এফ-এর বরিষ্ঠ নেতা সৌমেন রায় এর অন্যতম সদস্য।

৫। মহিলা মৎস্যকর্মী নেটওয়ার্ক – সম্প্রতি চেন্নাই-এ মহিলা মৎস্যকর্মীদের একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক তৈরী হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের মহিলা মৎস্যকর্মী মঞ্চ এই নেটওয়ার্কে সামিল হয়েছে।

৬। সবুজ মঞ্চ নেটওয়ার্ক – 'সবুজ মঞ্চ' পরিবেশ কর্মীদের একটি নেটওয়ার্ক। পরিবেশ রক্ষা বিশেষ করে জলাশয় ও মৎস্যসম্পদের সুরক্ষার সাথে মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার সুরক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় ডি এম এফ এই নেটওয়ার্কের সদস্য হয়েছে।

গবেষণা ও সমীক্ষা

১। মৎস্য ভেন্ডরদের জীবিকার নিরিখে তাদের সমস্যা, তাদের রোজগারের সম্ভাবনা, ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে ৮০৪ জন মৎস্য ভেন্ডরদের মধ্যে একটি সমীক্ষা হয়েছে।

২। মৎস্য ভেন্ডরদের ঠান্ডা বাক্স সহায়তার ফলে জীবিকার উন্নতির মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা।

৩। সমুদ্র বিধবাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষা।

আমাদের ব্যর্থতা -

১। এত ক্রিয়াকলাপ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩০ লক্ষ মৎস্যজীবীর মধ্যে আমরা সামান্য অংশের কাছে পৌঁছতে পেরেছি। এই বিষয়ে গভীর চিন্তা ও পরিকল্পনা প্রয়োজন।

২। মৎস্যজীবীদের মূল দাবিগুলি নিয়ে লড়াই আন্দোলন আমরা প্রয়োজনীয় স্তরে নিয়ে যেতে পারিনি।

৩। হুগলি জেলায় সাংগঠনিক পুনর্গঠন করা যায়নি।

৪। উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। জেলায় সংগঠনের পুনর্গঠন প্রয়োজন।

৫। পশ্চিম মেদিনিপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলা যায়নি। এই জেলা দুটিতে সাংগঠনিক পুনর্গঠন প্রয়োজন।

৪। ফোরামের রাজ্য মহিলা শাখা সাংগঠনিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল। নতুন মহিলা সংগঠন ও কর্মীর অংশগ্রহণে তৃণমূল স্তর থেকে এর পুনর্গঠন প্রয়োজন।

৫। ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের সংগঠন আমরা বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত করতে পারিনি। এই বিষয়েও নতুন সাংগঠনিক পদক্ষেপ প্রয়োজন।

৬। উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামকে উত্তবঙ্গের সকল জেলায় বিস্তৃত করতে যথেষ্ট সহায়তা করা দরকার।

৭। জাতীয় স্তরে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের কন্ঠস্বর আরো জোরালভাবে তুলে ধরার অপেক্ষা রাখে। এর জন্য এন পি এস এস এফ ডব্লিউ কে যথেষ্ট সহায়তা ও শক্তিশালী করার অবকাশ আছে।

৮। ডি এম এফ-এর রাজ্য কমিটিকে শক্তিশালী করার এবং জেলা ও ব্লক কমিটি গুলির কাজ নিয়মিত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন স্তরে কমিটিগত কাজ হচ্ছে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

বিভিন্ন দূর্বলতা কাটিয়ে উঠে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের আশা-ভরসার যোগ্য সংগঠন হয়ে উঠবে এই আশা রেখে বার্ষিক প্রতিবেদন শেষ করছি।

২৩ এপ্রিল ২০২২

মিলন দাস
সাধারণ সম্পাদক
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম